Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-IV, July 2026, Page No. 29- 36
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.04W.114

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন, আদর্শিক রূপান্তর ও মৃত্যুর রহস্য: একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

হাপেজুল হালসানা, *সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.07.2026; Accepted: 22.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Many regards Dr. Syama Prasad Mookerjee as the founder or the "Father of West Bengal." During the Partition of 1947, he played a pivotal political role in opposing the inclusion of undivided Bengal into Pakistan and actively campaigned for the incorporation of Hindu-majority regions of Bengal into India. He was a distinguished educationist, politician, and nationalist leader. He became the Vice-Chancellor of the University of Calcutta at the age of just 33, earning the distinction of being one of the youngest individuals to hold that office. Subsequently, he served as the Minister for Industry and Supply in independent India's first cabinet. In 1951, he founded the Bharatiya Jana Sangh, which is considered the political precursor to the Bharatiya Janata Party (BJP). He vehemently opposed the special constitutional status of Jammu and Kashmir; a famous slogan associated with him was "One Nation, One Constitution, One Leader, One Flag." In 1953, the then-administration of Sheikh Abdullah arrested him for entering Jammu and Kashmir without a special permit. He passed away in custody on June 23, 1953; the circumstances surrounding his death remain a subject of debate to this day. His political stance regained prominence following the abrogation of the special provisions of Article 370 in 2019. The BJP and its supporters view his principle of "One Nation, One Constitution" as the ideological precursor to this decision. Currently, his political legacy has acquired renewed significance in the context of West Bengal's history, the Partition, nationalism, and the Kashmir issue. The observance of June 20 as "West Bengal Day" and June 23 his death anniversary as "Balidan Diwas" (Day of Sacrifice) has further highlighted his historical legacy. Thus, his role in the history of Indian politics is of immense importance.

Keywords: Dr. Syama Prasad Mookerjee, Father of West Bengal, Article 370, West Bengal Day, Balidan Diwas, One Nation, One Constitution

স্বাধীনতার পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২৯৪ টি আসনের মধ্যে ২০৮ টি তে জয় লাভ করে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠাতা অর্জন করে। পশ্চিমবঙ্গ হল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মভূমি যিনি পরাধীন ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি জানাই। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন অবিভক্ত বাংলা ভাগ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্ম হয়। ১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতীয় জনসংঘ নামক একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে এই দলের নামকরণ হয় ভারতীয় জনতা পার্টি, বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল। রাজ্যে ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্যামাপ্রসাদের ওপর গুরুত্ব দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৩ শে জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত 'ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি পক্ষ' উদযাপনের নির্দেশ দেন। যা সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হয়। একই সঙ্গে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১২৫ ফুট শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও পৃথক পশ্চিমবঙ্গ তৈরীর অবদান অস্বীকার করা যায় না। ২৩ শে জুন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু দিনটিকে ভারত সরকার বলিদান দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন।

পারিবারিক ও শিক্ষাজীবন:

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি বুঝতে হলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিবারিক পটভূমি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতার এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাঙালি পরিবারে তাঁর জন্ম।তাঁর পূর্বপুরুষরা মূলত হুগলি জেলার জিরট গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন (Mahashorgol, 2025)। তাঁর পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি 'বাংলার বাঘ' নামে পরিচিত। তাঁর মাতা ছিলেন যোগমায়া দেবী। পারিবারিক এই মননশীল আবহাওয়া শ্যামাপ্রসাদের মেধা বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। ১৯০৬ সালে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভর্তির মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯১৬ সালে ইন্টার আর্টস পরীক্ষায় সপ্তদশ স্থান অধিকার করার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯২১ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক শেষ করেন। পিতার ইচ্ছায় তিনি বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯২৩ সালে পুনরায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯২৪ সালে বিএল ডিগ্রি অর্জন করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। একই বছর তাঁর পিতার আকস্মিক প্রয়াণ ঘটলে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করে ১৯২৭ সালে লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টার হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেন (Banglapedia, n.d.; Lok Sabha Secretariat, 2025)।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল গভীর ট্র্যাজেডিতে ভরা, যা তাঁর চিন্তাধারা ও পরবর্তী একাকীত্বকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯২২ সালে তিনি সুধা দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু মাত্র ১১ বছরের দাম্পত্য জীবনের পর, ১৯৩৩ সালে তাঁর চার মাসের কনিষ্ঠ পুত্র ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং এর পরপরই তাঁর স্ত্রী সুধা দেবী মাত্র ২৪ বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় প্রাণ হারান। তাঁর অনুজ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন হিমালয়প্রেমী ও প্রখ্যাত লেখক। ১৯৩৪ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন (University of Calcutta, n.d.)। উপাচার্য থাকাকালীন তিনি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাই করেননি, বরং ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির জাতীয়করণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া তিনি অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামাজিক মূলধারায় আনার জন্য এক বৈপ্লবিক সামাজিক সংস্কারের সূচনা করেন। তিনি তফশিলি ও অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত পৃথক হোস্টেল ব্যবস্থা বিলোপ করে তাদের সাধারণ হোস্টেলে স্থানান্তরিত করেন এবং তাদের জন্য বিশেষ হ্রাসকৃত আসন ভাড়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর উদ্যোগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি দিবস (২৪ জানুয়ারি) উদযাপন শুরু হয় যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে (Mookerjee, 1936, as cited in Organiser, 2022)। এছাড়াও তিনি বিহারী লাল মিত্রের অর্থায়নে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটান এবং

স্নাতক স্তরে অসমীয়া ভাষার প্রবর্তন সহ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশেষ বাংলা পরিভাষা তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগের রাজনৈতিক বিবর্তন: কোয়ালিশন সরকার ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯২৯ সালে, যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। তবে ১৯৩০ সালে কংগ্রেস আইনসভা বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি আদর্শগত কারণে পদত্যাগ করেন এবং পরবর্তীতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হন (Lok Sabha Secretariat, 2025)। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি পুনরায় স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে জয়ী হন এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ফজলুল হক-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকারের তীব্র বিরোধিতা করে প্রধান বিরোধী দলনেতার ভূমিকা পালন করেন। এই সময়ে বাংলায় চরম সাম্প্রদায়িক তুষ্টিকরণের রাজনীতি এবং হিন্দুদের অধিকার খর্ব করার ঘটনা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। ১৯৩৯ সালে তিনি বীর সাভারকরের সংস্পর্শে এসে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই সভার জাতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (Lok Sabha Secretariat, 2025)।

১৯৪১ সালের ১২ ডিসেম্বর এ. কে ফজলুল হকের প্রগতিশীল কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন (Lok Sabha Secretariat, 2025)। এই কোয়ালিশনে তাঁর অংশগ্রহণকে বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালের ১৭ জুলাই মধুপুর থেকে লেখা এক ঐতিহাসিক পত্রে নজরুল ইসলাম শ্যামাপ্রসাদকে জানিয়েছিলেন:

> "এই কোয়ালিশন মিনিস্ট্রির একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি, আর কাউকে নয়। আমি জানি আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব। সেদিন বাঙালিরা আপনাকে ও সুভাষবাবুকেই সকলের আগে মনে পড়বে—আপনারাই হবেন এদেশের পতাকার নায়ক।" (Islam, 1942, as cited in Bangladeshi Novels, n.d.)।

এছাড়াও তাঁর ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উজ্জীবিত করতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের সান্নিধ্য অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল, যাঁর সাথে তিনি মহাষ্টমীর দিন সপরিবারে সাক্ষাৎ করে একান্তে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। তবে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' কে কেন্দ্র করে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত বিতর্কিত এবং রাজনৈতিকভাবে জটিলতা ছিল। হিন্দু মহাসভার দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্দোলন বয়কটের পর, ১৯৪২ সালের ২৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্টকে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাবিত ব্যাপক গণআন্দোলনের ফলে যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে লেখেন। যার বাংলা অর্থ হল-

> "যুদ্ধকালীন সময়ে যে কেউ যদি গণঅনুভূতিকে উত্তেজিত করে প্রদেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করতে চায়, তবে ক্ষমতায় থাকা যেকোনো সরকারেরই তা প্রতিরোধ করা উচিত। বাংলায় এই আন্দোলন যাতে শিকড় গাড়তে না পারে, সেজন্য প্রদেশের প্রশাসনকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে কংগ্রেসের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এটি ব্যর্থ হয়" (Mookerjee, 1942)।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শ্যামাপ্রসাদের এই আপাত রক্ষণশীল কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের চরম মুহূর্তে জাপানি আক্রমণের মুখে বাংলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইনসভায় হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা। কিন্তু এর বিপরীতে ব্রিটিশ প্রশাসনের তীব্র স্বৈরাচারী নীতি এবং ১৯৪২ সালের মেদিনীপুরের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় উপদ্রুত এলাকায় তাঁর যাতায়াত নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে তিনি ১৯৪২ সালের ২০ নভেম্বর অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্রে তিনি ব্রিটিশদের দমননীতিকে 'পীড়নমূলক' আখ্যা দিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। পদত্যাগের পর রামকৃষ্ণ মিশন, মহাবোধি সোসাইটি ও মারওয়ারি রিলিফ সোসাইটির সাথে যুক্ত হয়ে দাঙ্গাপীড়িত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য বিশাল ত্রাণ তৎপরতা শুরু করেন।

বঙ্গভঙ্গ রোধ বনাম হিন্দু জন্মভুমি আন্দোলন: পশ্চিমবঙ্গের রূপরেখা

১৯৪৬ সালের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' এবং নোয়াখালির ভয়াবহ দাঙ্গায় বাঙালি হিন্দুদের ওপর নির্বিচার গণহত্যা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের ঘটনা শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। তিনি অনুধাবন করেন যে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির মুখে অবিভক্ত বাংলা যদি পাকিস্তানের অংশ হয়, তবে বাঙালি হিন্দুদের অস্তিত্ব চিরতরে বিপন্ন হবে। এই প্রেক্ষাপটে তিনি 'বাঙালি হিন্দু হোমল্যান্ড মুভমেন্ট' (Bengali Hindu Homeland Movement) শুরু করেন **(Chatterji, 1994; Joya Chatterji, 2002)**। ১৯৪৭ সালের মে মাসে তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে লেখা এক চিঠিতে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন যে, ভারত যদি বিভক্ত নাও হয়, তবুও বাংলাকে ধর্মীয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করে হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলোকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই লক্ষ্যে তিনি শরৎচন্দ্র বসু ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'স্বাধীন ও সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলা'র (United Bengal Scheme) তীব্র বিরোধিতা করেন, কারণ তিনি মনে করতেন এই পরিকল্পনা আদতে বাঙালি হিন্দুদের একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানপন্থী রাষ্ট্রে বন্দি করার চক্রান্ত। ২০ জুন ১৯৪৭ তারিখে বাংলার আইনসভায় একটি নয়, তিনটি ভোট হয়। প্রথমে সব সদস্যের ভোটে ১২৬-৯০ ব্যবধানে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে অবিভক্ত বাংলা নতুন পাকিস্তান সাংবিধানিক পরিষদে যোগ দেবে। দ্বিতীয় ভোট হয় কেবল অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সদস্যদের মধ্যে। তাঁরা ৫৮-২১ ভোটে পৃথক প্রদেশ হিসেবে ভারতের সাংবিধানিক পরিষদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তৃতীয় ভোটে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার সদস্যরা ১০৭-৩৪ ভোটে রায় দেন যে বাংলা অবিভক্ত থাকবে এবং পাকিস্তান সাংবিধানিক পরিষদে যুক্ত হবে। সাম্প্রতিক প্রচারে কেবল দ্বিতীয় ভোটটির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সেটি ছিল কেবল পশ্চিমবঙ্গের সদস্যদের ভোট। এ দিকে বাংলা ভাগের পক্ষে ছিলেন পশ্চিম আর পূর্ব মিলিয়ে ১০-৯২ জন হিন্দু সদস্য। তাঁদের মধ্যে ৮৪ জন কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জিতেছিলেন। আর ছিলেন চার জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, এক জন ভারতীয় খ্রিস্টান, এক জন নির্দল (শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) আর তিন জন কমিউনিস্ট (জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়)। কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পঁচিশ জন তফসিলি সদস্য। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যিনি বলতেন বর্ণহিন্দুর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নমশূদ্রদের পাকিস্তানে বাস করাই শ্রেয়, তিনি মাত্র পাঁচ জন শেডিউলড কাস্ট ফেডারেশন সদস্যকে সঙ্গে পেয়েছিলেন। সুতরাং এই ভোটে দলনির্বিশেষে বাঙালি হিন্দুর মত ছিল বাংলা ভাগের পক্ষে **(চট্টোপাধ্যায়, ২০২৬)**।

১৯৪৭ সালের ১৫ এপ্রিল তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে বাংলা বিভাজনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয় এবং ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার আইনসভার ভোটে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা বিভক্ত হয়ে ভারতের অংশ হিসেবে আজকের পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়।

৩ জুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন রেডিয়ো ভাষণে ঘোষণা করেন, ১৫ অগস্ট ভারত আর পাকিস্তান, দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হবে। বঙ্গীয় আইনসভায় ২০ জুনের ভোটের পর বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হয়ে যায়। এর পর আসে র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সীমান্ত নির্দিষ্ট করার পালা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আর সংগঠনের কাছ থেকে প্রস্তাব চেয়ে পাঠানো হয়। বঙ্গীয় কংগ্রেস এক বিশেষ কমিটি গঠন করে যার সভাপতি হন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সেক্রেটারি নির্মলকুমার বসু। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অর্থনীতিবিদ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূগোল-বিশেষজ্ঞ এস পি চট্টোপাধ্যায়। এই কমিটির পক্ষ থেকে অতুল গুপ্ত বাংলা বিভাজনের যে স্কিম দেন, তা মোটামুটি র‍্যাডক্লিফের চূড়ান্ত সীমানারই অনুরূপ। ভাগীরথী-সহ দক্ষিণ বাংলার নদীগুলির উৎসমুখ ভারতে রাখার জন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদকে পশ্চিমবঙ্গে রাখার দাবি জানানো হয়। বদলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা জেলা ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্য দিকে, হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকেও পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার অবাস্তব দাবি ছিল। এই প্রস্তাব রচনায় শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ছিল বলে জানা যায় না। ১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট তিনি দিল্লিতে নেহরুর মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন **(চট্টোপাধ্যায়, ২০২৬)**।

স্বাধীনোত্তর রাজনীতি: নেহেরু মন্ত্রিসভায় সংযুক্তি এবং আদর্শিক সংঘাতের চূড়ান্ত পর্যায়

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একটি জাতীয় সংহতিমূলক মন্ত্রিসভা গঠন করেন, যেখানে কংগ্রেসের কঠোর সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে 'শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় **(Lok Sabha Secretariat, 2025; Ministry of Parliamentary Affairs, n.d.)**। এই দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি আধুনিক ভারতের শিল্পায়নের বুনিয়াদ গড়ে তোলেন। তবে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন করে শুরু হওয়া হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার কারণে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পশ্চিমবঙ্গে আগমন এবং সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নেহেরুর সাথে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী বিবাদের সৃষ্টি করে।

নেহেরু কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনে সচেষ্ট হন এবং ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সাথে ঐতিহাসিক 'নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। শ্যামাপ্রসাদ এই চুক্তিকে সম্পূর্ণ অকার্যকর ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করতেন **(Ministry of External Affairs, 1950; Lok Sabha Secretariat, 2025)**।

নেহেরু ও শ্যামাপ্রসাদের নীতিগত পার্থক্য:

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যা ও শরণার্থী সংকট সমাধানে নেহেরু ও শ্যামাপ্রসাদের ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিচে তুলনা করা হলো:

নীতিগত ক্ষেত্র	জওহরলাল নেহেরুর অবস্থান	ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থান
সংখ্যালঘু সুরক্ষা কৌশল	দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা অর্জন	পাকিস্তানের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব বলে বিশ্বাস
শরণার্থী সংকট সমাধান	refugees-দের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা, কিন্তু জনসংখ্যার রাষ্ট্রীয় বিনিময় প্রত্যাখ্যান	ভারত ও পাকিস্তানের (বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ ও সংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যসমূহ) মধ্যে সুশৃঙ্খল ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জনসংখ্যা ও সম্পত্তির বিনিময়
আদর্শিক ভিত্তি	ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ	হিন্দু স্বার্থের সুদৃঢ় সুরক্ষা এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভিত্তিতে কঠোর জাতীয়তাবাদী নীতি গ্রহণ

এই তীব্র মতপার্থক্যের কারণে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বেই, ১৯৫০ সালের ৬ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহেরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের পর স্বাধীনচেতা কংগ্রেস সদস্য এইচ. ভি. কামাথ তাঁকে সমর্থন জানালেও, তাঁর অন্যান্য সহকর্মী কে. সি. নিয়োগী ও জন মাথাই সংসদীয় রাজনীতি থেকে ক্ষণিকের জন্য সরে দাঁড়ালে শ্যামাপ্রসাদ একাই বিশাল সরকারি সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিরুদ্ধে সংসদের প্রধান বিরোধী কণ্ঠস্বর হিসেবে লড়াই চালিয়ে যান। ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহযোগিতায় 'ভারতীয় জনসংঘ' (Bharatiya Jana Sangh-BJS) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রথম জাতীয় সভাপতি নিযুক্ত হন **(Bharatiya Janata Party, n.d.)**। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে জনসংঘ ৩টি আসনে জয়লাভ করে এবং তিনি লোকসভায় ৩২ জন সদস্য নিয়ে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' নামক জোট গঠন করে বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেন।

জম্মু ও কাশ্মীর আন্দোলন এবং ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সত্যাগ্রহ:

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মনে করতেন, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে এই ধরনের দ্বৈত ব্যবস্থা দেশের অখণ্ডতার জন্য মারাত্মক হুমকি। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিনি ১৯৫১ সালে 'ভারতীয় জনসংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই স্লোগানটি দেন: **"এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধান ও দুই নিশান, নেহি চলেঙ্গে, নেহি চলেঙ্গে" (Noorani, 2011)** । স্বাধীন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা এবং সংবিধানের ৩৭০ ধারার তীব্র বিরোধিতা। ৩৭০ ধারার অধীনে জম্মু ও কাশ্মীরকে নিজস্ব পতাকা (নিশান), পৃথক সংবিধান (বিধান) এবং প্রধানমন্ত্রীর (প্রধান) পদ দেওয়া হয়েছিল, যা শ্যামাপ্রসাদের দৃষ্টিতে ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর এক বিরাট আঘাত ছিল। জম্মুর প্রখ্যাত নেতা পণ্ডিত প্রেম নাথ ডোগরার নেতৃত্বে 'প্রজা পরিষদ' যখন জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি এবং এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে, তখন শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর নবগঠিত জনসংঘ এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানায় **(Noorani, 2011)**।

১৯৫৩ সালের ৯ জানুয়ারি নেহেরু এবং শেখ আবদুল্লাহ উভয়কেই লেখা এক দীর্ঘ পত্রে শ্যামাপ্রসাদ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দেন: "আমরা উপত্যকা অঞ্চলের জন্য শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন বিশেষ স্বায়ত্তশাসন সাময়িকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত, তবে জম্মু এবং লাদাখকে অবিলম্বে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করা হোক।" নেহেরু এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলে এবং দমনপীড়ন বাড়ালে, শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁদের মধ্যকার সমস্ত চিঠিপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেন যাতে দেশের মানুষ প্রকৃত সত্য জানতে পারে। পরবর্তী সময়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরু ও শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ সংকলন করে Integrate Kashmir: Mookerjee, Nehru & Abdullah Correspondence নামে প্রকাশ করেন। অবশেষে, জম্মুর জনগণের ওপর দমনপীড়নের প্রতিবাদে ১৯৫৩ সালের মে মাসে তিনি নিজে কাশ্মীর যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন **(Mookerjee, 1953; Nehru Archive, n.d.)**।

কারাবাস, চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ এবং রহস্যময় মৃত্যু:

১৯৫৩ সালের ৮ই মে মাসে কাশ্মীর যাত্রার প্রাক্কালে সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর সাথে গিয়েছিলেন তরুণ অটল বিহারী বাজপেয়ী, যাঁর মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। ১১ মে তিনি যখন জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্ত লখনপুর অতিক্রম করছিলেন, তখন বিনা পারমিটে প্রবেশের অভিযোগে শেখ আবদুল্লাহর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে **(Lok Sabha Secretariat, 2025; Noorani, 2011)**। এই গ্রেফতারের সময় তাঁর সাথে ছিলেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বৈদ্য গুরু দত্ত এবং সহযোগী টেক চাঁদ।

গ্রেফতারের পর তাঁদের চোখ বেঁধে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে এবং পরবর্তীতে নিশাত বাগের কাছে একটি নির্জন কটেজে গৃহবন্দি করে রাখা হয়।

বন্দিদশা তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৫৩ সালের ৬ জুন কটেজ থেকে তাঁর বৌদি তারা দেবীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন যে, বদ্ধ জায়গায় তাঁর অত্যন্ত দমবন্ধ লাগছে এবং বন্দিশালায় খাওয়ার পাতে মাছের অনুপস্থিতি তিনি তীব্রভাবে অনুভব করছেন, যা একজন বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর (মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৩)। এর সাথে তাঁর পায়ের পুরানো শিরা ঘটিত রোগ (ভেরিকোজ ভেইন) মারাত্মক রূপ নেয়।

পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধে তীব্র অ্যালার্জি কথা চিকিৎসকদের স্পষ্টভাবে জানানো সত্ত্বেও, ডা. আলী মোহাম্মদ ২১ জুন তাঁকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইনজেকশন দেন। ২০ জুন বন্দিদশাতেই শ্যামাপ্রসাদ শুষ্ক প্লুরিসিতে আক্রান্ত হন। তাঁর পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধে তীব্র অ্যালার্জি শন প্রদান করেন। ২২ জুন সকালে বুকে তীব্র ব্যথা ও ঘাম সহ তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে অবিলম্বে কোনো উন্নত হৃদরোগ কেন্দ্রে না পাঠিয়ে সাধারণ একটি রাজ্য নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে ২৩ জুন ভোরে সরকারিভাবে তাঁর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হয় (Nehru Archive, n.d.; Mookerjee, 1953)।

এই আকস্মিক প্রয়াণ দেশজুড়ে তীব্র সন্দেহের জন্ম দেয়। তাঁর শোকগ্রস্ত মাতা যোগমায়া দেবী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে একাধিক পত্র লিখে পুত্রের রহস্যময় মৃত্যুর সম্পূর্ণ বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান। কিন্তু নেহেরু এবং শেখ আবদুল্লাহ উভয়ের সরকারই সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং কোনো তদন্ত কমিশন গঠন করতে অসম্মতি জানায়।২০০৪ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী অভিযোগ করেন যে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গ্রেফতার ও মৃত্যুর পেছনে নেহরু-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং জম্মু-কাশ্মীর সরকারের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র ছিল (Press Trust of India, 2004)। এই অমীমাংসিত মৃত্যুই আধুনিক ভারতের ইতিহাসে প্রথম রাজনৈতিক শহিদ হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরকালের জন্য স্বরনীয় করে দেয়।

মূল্যায়ন:

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে এক দেশ এক সংবিধান এর স্বপ্ন ছিল। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে ভারত সরকার যখন কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ৩৭০ নং ধারা তুলে দেন তখন ভারতীয় জনতা পার্টি এটিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ণ ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শের ঘোষণা করেন। ভারতীয় সংবিধানে কাশ্মীর ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য,বিভিন্ন জেলা, ও অঞ্চলের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। যা সংবিধানের ২১ নম্বর অধ্যায়ের ৩৭১ থেকে ৩৭১ জে ধারা এবং পঞ্চম তফসিল এবং ষষ্ঠ তফসিল এগুলি উল্লেখ রয়েছে। বহুত্ববাদী সমাজে এক দেশ এক সংবিধান যথেষ্ট কার্যকরী নয়। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে বাকি ধারাগুলিকে নিয়ে ঠিক ততটাই নীরবতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। আমরা যেন কখনও বিভাজনের রাজনীতিকে প্রাধান্য প্রাধান্য না দিই। কিন্তু আজকের ভারত সেই পথে হাঁটছে যা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। স্বাধীনতার পর দুই দশকে অন্তত আশি লক্ষ বাস্তুহারা পূর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। তাঁদের মধ্যে একটা অংশ নানা মধ্যবিত্ত পেশায় উপার্জনের ব্যবস্থা করে নেন। আর একটি অংশ কলকাতা আর শহরতলিতে জবরদখল কলোনি স্থাপন করেন। আরও একটি অংশকে যেতে হয় ক্যাম্পে, দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে। পৃথক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হওয়ার পরও আজও উদ্বাস্তু সমস্যা বিদ্যমান। কোন সরকার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে তেমন গুরুত্ব দেননি,কোন আর্থিক তাকেও ঘোষণা করেননি।এই হল বাস্তবতা।

তথ্যসূত্র.

1. Mahashorgol. (2025). *শ্যামাপ্রসাদ ও কিছু অজানা কথা.* https://mahashorgol.com/shyama-prasad/
2. Banglapedia. (n.d.). *Mukherji, Shyama Prasad.* Asiatic Society of Bangladesh. https://en.banglapedia.org/index.php?title=Mukherji%2C_Shyama_Prasad
3. Lok Sabha Secretariat. (2025). *Eminent parliamentarians: Syama Prasad Mookerjee.* Parliament of India.
4. University of Calcutta. (n.d.). *Former vice-chancellors.* https://www.caluniv.ac.in/
5. Organiser. (2022, June 23). *Remembering Dr Syama Prasad Mookerjee and his contributions as an educationist.* https://organiser.org/2022/06/23/87559/analysis/remembering-dr-syama-prasad-mookerjee-and-his-contributions-as-an-educationist/
6. Lok Sabha Secretariat. (2025). *Eminent parliamentarians: Syama Prasad Mookerjee.* Parliament of India. https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/58670/1/Eminent_Parliamentarians_Series_Syama_Prasad_Mookerjee.pdf
7. Bangladeshi Novels. (n.d.). *Nazrul's letter to Shyamaprasad Mukherjee.* https://en.bdnovels.org/591/
8. Mookerjee, S. P. (1942, July 26). *Letter to Sir John Herbert, Governor of Bengal* [Letter].
9. Chatterji, J. (1994). *Bengal divided: Hindu communalism and partition, 1932–1947.* Cambridge University Press.
10. Chatterji, J. (2002). *The spoils of partition: Bengal and India, 1947–1967.* Cambridge University Press.
11. চট্টোপাধ্যায়, পা. (২০২৬, ২৬ জুন)। ইতিহাস শিক্ষার বিড়ম্বনা। *আনন্দবাজার পত্রিকা*। https://www.anandabazar.com/editorial/essays/west-bengal-governments-knowledge-about-partition-is-incomplete-prnt/cid/1695611
12. Ministry of Parliamentary Affairs. (n.d.). *Former Union Council of Ministers.* Government of India. https://mpa.gov.in/
13. Ministry of External Affairs. (1950, April 8). *Nehru–Liaquat Pact.* Government of India.
14. Bharatiya Janata Party. (n.d.). *History of the Bharatiya Janata Party.* https://www.bjp.org/
15. Noorani, A. G. (2011). *Article 370: A constitutional history of Jammu and Kashmir.* Oxford University Press.
16. Mookerjee, S. P. (1953). *Integrate Kashmir: Mookerjee, Nehru & Abdullah correspondence.* Publicity Department, Bharatiya Jana Sangh.
17. Nehru Archive. (n.d.). *To Syama Prasad Mookejee (10 January 1953).* https://nehruarchive.in/documents/to-syama-prasad-mookejee-10-january-1953-2vldwe
18. মুখোপাধ্যায়, শ্যা. প্র. (১৯৫৩, ৬ জুন)। *তারা দেবীকে লেখা চিঠি* [ব্যক্তিগত পত্র]।
19. Mookerjee, U. (Ed.). (1953). *Syamaprasad Mookerjee—His death in detention: A case for enquiry.*
20. Nehru Archive. (n.d.). *To B. C. Roy (2 July 1953).* https://nehruarchive.in/documents/to-b-c-roy-2-july-1953-xe1v3k
21. Press Trust of India. (2004, July 7). *Vajpayee accuses Nehru of plot to kill Mookerjee. Rediff.*